জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
web: www.ecs.gov.bd
ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৫৮, ৫৫০০৭৬১১

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৮-৬৬৮

তারিখঃ ২৮ কার্তিক ১৪২৫ / ১২ নভেম্বর ২০১৮

# পরিপত্র-৪

**বিষয় : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ, প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল, প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধ, সম্ভাব্য তহবিলের উৎস দাখিল না করার অপরাধে শাস্তি এবং নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ**

উপর্যুক্ত বিষয়ে ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জারীকৃত পরিপত্র-১ (১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.১৪.১৮-৬৩৮) এর অনুবৃত্তিক্রমে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক ০৮ নভেম্বর ২০১৮/২৪ কার্তিক ১৪২৫ তারিখে জারীকৃত ও একই তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন মূলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত সময়সূচি পরিবর্তন করে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করেছেন [পুনঃনির্ধারিত সময়সূচির প্রজ্ঞাপন সংযুক্ত (সংলগ্নী-১)]:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (ক) | রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ | : | ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ২৮ নভেম্বর ২০১৮ | বুধবার |
| (খ) | রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ | : | ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ০২ ডিসেম্বর ২০১৮ | রবিবার |
| (গ) | প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ | : | ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ | রবিবার |
| **(ঘ)** | **ভোটগ্রহণের তারিখ** | : | ১৬ পৌষ ১৪২৫ / ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ | **রবিবার** |

২। **সময়সূচি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফা অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাই অন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন সিদ্ধান্তে কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক সংক্ষুব্ধ হলে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের **পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে অর্থাৎ ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে** প্রার্থী স্বয়ং অথবা প্রার্থী কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যাংক আপিল দায়ের করতে পারেন। মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আপিল মাননীয় নির্বাচন কমিশন আপিল দায়েরের পরবর্তী ৩(তিন) দিনের মধ্যে অর্থাৎ **০৮ ডিসেম্বর ২০১৮** তারিখের মধ্যে দায়েরকৃত সকল আপীল নিষ্পত্তি করবেন।

৩। **সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারি:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (২) ও (৩) অনুসারে সময়সূচি জারির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের আওতাভুক্ত নির্বাচনি এলাকায় সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান ও সময় উল্লেখ করে উক্ত গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনরায় মনোনয়নপত্র আহবান করতে হবে। গণবিজ্ঞপ্তিতে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল করার সুযোগের বিষয়টিও উল্লেখ করতে হবে। পুনঃনির্ধারিত সময়সূচির সাথে সমন্বয় করে ইতোমধ্যে জারীকৃত পরিপত্র, নির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কাজের সুবিধার্থে গণবিজ্ঞপ্তির একটি নমুনা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (সংলগ্নী-২)।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৪। **রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার:** একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এবং ১১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের সংশোধনী (সংলগ্নী-৩) অনুসারে রিটার্নিং অফিসারগণ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সহায়তায় ইতোমধ্যে জারীকৃত নির্দেশনা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের এলাকা বন্টন বিশেষ করে মেট্রোপলিট্রন ও সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভগ্নাংশ উপজেলার এলাকা বন্টন করে সুনির্দিষ্ট করে দিবেন।

৫। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪এএ অনুচ্ছেদ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর ২৯ বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থী 'ফরম ২০' এ মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উল্লেখ থাকতে হবে, যেমন:

(ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে কর্জ বা তাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাদের আয়ের উৎস;

(গ) কোন ব্যক্তির নিকট হতে কর্জ বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস্য হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ ৪৪ এএ (১) অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট দফায় "আত্মীয় -স্বজন" বলতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং বোন বুঝাবে।

৬। **প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তাঁর বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল:** আদেশের ৪৪এএ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে তার সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তার বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের রিটার্ন নির্ধারিত ফরম-২১ এ মনোনয়ন সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে এবং তিনি যদি আয়কর দাতা হন, তা হলে তার সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের অনুলিপিও উক্ত বিবরণীর সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৭। **তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং সম্পদ দায়ের বিবরণী ও রিটার্নের অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ:** ৪৪এএ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণীও সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্নের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উল্লিখিত বিবরণী এবং রিটার্নের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৮। **সম্পূরক বিবরণী দাখিল:** ৪৪এএ অনুচ্ছেদের (৪) দফা অনুসারে দাখিলকৃত 'ফরম-২০' এ বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনী রিটার্নের সাথে উক্তরুপ প্রাপ্ত অর্থ এবং যে উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হয়েছেন তা উল্লেখপূর্বক একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উক্ত সম্পূরক বিবরণীর অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করতে হবে।

৯। **প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধঃ** কোন প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের পরিমাণ, ব্যক্তিগত খরচ, রাজনৈতিক দল কর্তৃক খরচ, অর্থ ব্যয়ের ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল:

(১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অর্থের সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ কোন ব্যক্তি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে পরিশোধ করতে পারবেন না।

(২) আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না, তবে কোন ব্যক্তি নির্বাচনি এজেন্টের নিকট হতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে উক্ত অর্থ মনিহারী দ্রব্যাদি ও ডাক টিকিট ক্রয়, টেলিফোন এবং অন্যান্য ছোটখাটো খরচ বাবদ ব্যয় করতে পারবেন।

(৩) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪বি (৩) অনুচ্ছেদের বিধান মতে কোন প্রার্থী যে রাজনৈতিক দল হতে মনোনয়ন পাবেন তার জন্য উক্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক কৃত খরচসহ তার নির্বাচনি ব্যয় **পঁচিশ লক্ষ** টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ভোটার প্রতি হারে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন

কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা ভোটার প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ ১০ (দশ) টাকা নির্ধারণ করেছেন। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভোটার প্রতি নির্বাচনি ব্যয় যাই নির্ধারিত হোক না কেন কোন নির্বাচনি এলাকায় মোট নির্বাচনি ব্যয় **পঁচিশ লক্ষ** টাকার উর্ধ্বে হবে না। উক্ত অনুচ্ছেদের (৩এ) দফায় উল্লেখ রয়েছে যে, নির্ধারিত উক্ত অর্থ এবং এর অংশ বিশেষ নিম্নলিখিত কোন কাজের জন্য খরচ করা যাবে না:

(ক) একের অধিক রং বা কালি ব্যবহার করে পোস্টার মুদ্রণ; অথবা

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সাইজ হতে বৃহৎ সাইজের পোস্টার মুদ্রণ;

(গ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল স্থাপন; অথবা

(ঘ) কাপড়ের তৈরি কোন ব্যানার ব্যবহার করা;

(ঙ) কোন নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে ৩(তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ভাড়া; অথবা

(চ) ভোটগ্রহণের দিনের ৩(তিন) সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ে যে কোন উপায়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; অথবা

(ছ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক বা পৌর এলাকা/ সিটির প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ; অথবা

(জ) ভোটারদের কোন প্রকারের আপ্যায়ন করা; অথবা

(ঝ) শোভাযাত্রা বা মিছিল করার জন্য স্থলযান বা জলযান যথাঃ- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল ও স্পীডবোট ব্যবহার; অথবা

(ঞ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য কোন ধরনের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা; অথবা

(ট) বিদ্যুৎ এর সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জাকরণ; অথবা

(ঠ) একের অধিক রং বা কালি দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীকের ব্যবহার; অথবা

(ড) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনি প্রতীকের প্রদর্শনী; অথবা

(ঢ) নির্বাচনি প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে কোন কালি বা রং বা তুলি বা যে কোন কিছুর দ্বারা কোন লিখন বা এ জাতীয় কোন লিখন বা বিজ্ঞাপন ব্যবহার; অথবা

(ণ) নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার; অথবা

(ত) ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি ক্যাম্প পরিচালনা।

১০। **নির্বাচনি প্রতীক, পোস্টার ও পোট্রেট এর সাইজ:** এখানে উল্লেখ্য যে, প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচনি প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হবে না এবং পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং কাপড় ব্যতীত ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার × ১ (এক) মিটার হতে হবে এবং পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাতে পারবেন না মর্মে আচরণ বিধিমালায় বিধান রয়েছে **[সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ উপবিধি (৩) ও (৭)।]**

১১। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎস এবং নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী লংঘনের অপরাধ ও শাস্তি:** আদেশের ৪৪এএ অনুচ্ছেদের অধীন প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ৪৪বি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কতিপয় বিধান যেমন নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ, নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম ইত্যাদি বিধান লংঘন করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠিত হবে। অপরপক্ষে আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (৩বি) দফা অনুযায়ী ৪৪বি অনুচ্ছেদ এর (৩এ) দফার কোন বিধান লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত (৩) দফায় উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নির্বাচনি খরচ বলে গণ্য হবে এবং তা অনুচ্ছেদ ৪৪বি এর লংঘন বলে গণ্য হবে। ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪এএ বা ৪৪সি এর বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল না করলে অথবা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ফলাফল প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে না করলে বা এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিপালন না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

১২। **সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি:** আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪এএ অনুচ্ছেদের অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে বা

৪৪বি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান যেমন-নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ করা, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রম বা কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করলে অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন না করলে দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে।

১৩। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়:** আদেশের অনুচ্ছেদ ৮৭এ এর দফা (১) অনুসারে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কোন সদস্য যখনই বা যেখানে তিনি এতদসম্পর্কে জানিতে পারেন বা তার নজরে আসে তখন এবং সেই খানেই নিম্নলিখিত বস্তু বা কার্যক্রম অপসারণ করবেন বা অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দিবেন-

(ক) একের অধিক রং বা কালি দ্বারা প্রস্তুত প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীকের ব্যবহার অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের পোস্টার বা প্রতীক;

(খ) প্রার্থী কর্তৃক কোন গেট বা তোরণ অথবা কোন ঘেরা (প্রতিবন্ধক);

(গ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল;

(ঘ) কোন প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে ৩(তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ভাড়া করা বা ব্যবহার করা;

(ঙ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক বা পৌর এলাকা/ সিটির প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস;

(চ) নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিদ্যুৎ এর সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জা;

(ছ) কোন প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞাপনের পন্থা হিসেবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন বা জলযানে, অথবা প্রার্থীর মালিকানায় নয় বা এইরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নয় এই প্রকার যে কোন স্থানে, লিখন।

১৪। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮৭এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আইনের উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয়ভাবে প্রচারণা চালানোর জন্য অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ গ্রহণঃ** আচরণ বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পূর্ব সময় বলতে **জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে** বুঝায়। তাই নির্বাচনপূর্ব সময়ে প্রার্থীকে বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে আচরণ বিধিমালার বিধানাবলী অবশ্যই কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। সম্ভাব্য সকল প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা কঠোরভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন হতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সাঁটানো পোস্টার তুলে ফেলাসহ উক্তরূপ যেকোন বস্তু সরিয়ে ফেলার জন্যও বলা হয়েছে।

১৬। **আচরণ বিধিমালাঃ** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য পালনীয় **সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮** এর এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (সংলগ্নী-৪)। উক্ত বিধিমালা অনুসারে বিধানসমূহ পরিপালন করতে হবে।

২/১১/২০১৮

**(ফরহাদ আহাম্মদ খান)**
যুগ্মসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
৭৯১১৮৪৬ (বাসা)
০১৭১৫০০০৭৪৯ (মোবাইল)
E-mail: forhadakecs2015@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ................................(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৮-৬৬৮

তারিখঃ ২৮ কার্তিক ১৪২৫ / ১২ নভেম্বর ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৭. সচিব, ..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. বিভাগীয় কমিশনার, ..... (সকল)
১২. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ..... (সকল রেঞ্জ)
১৩. পুলিশ কমিশনার, ..... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৪. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৬. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ..... (সকল)
১৯. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
২০. জেলা প্রশাসক, ..... (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
২১. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. জোনাল এক্সিকিউটিভ অফিসার, ..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. পুলিশ সুপার, ..... (সকল)
২৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ..... (সকল)
২৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ..... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৭. ..... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৮. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ..... (সকল)
২৯. জেলা তথ্য অফিসার, ..... (সকল)
৩০. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩১. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৩. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩৪. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৫. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার ..... (সকল)
৩৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ..... (সকল)
৩৭. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

( মোঃ আতিয়ার রহমান )
উপসচিব
ফোন: ৫৫০০৭৬১০
ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৫৮
E-mail: sasemc1@gmail.com

সংলগ্নী-১

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১২, ২০১৮

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২৮ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৬৬৬**।—নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক ০৮ নভেম্বর ২০১৮/২৪ কার্তিক ১৪২৫ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৬৩৬ মূলে ঘোষিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) অনুসারে নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করিলেন :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ | : | ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ২৮ নভেম্বর ২০১৮ বুধবার |
| (খ) | রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ | : | ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ০২ ডিসেম্বর ২০১৮ রবিবার |
| (গ) | প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ | : | ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ রবিবার |
| **(ঘ)** | **ভোটগ্রহণের তারিখ** | : | ১৬ পৌষ ১৪২৫ / ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ রবিবার |

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

**হেলালুদ্দীন আহমদ**
সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
( ১৪৭২৩ )
মূল্য : টাকা ৪.০০

সংলগ্নী-২

# গণ-বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (২) অনুসারে আমি .....
(নাম)
..... ও রিটার্নিং অফিসার এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে,
(পদবী)
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন ৮ নভেম্বর ২০১৮/২৪ কার্তিক ১৪২৫ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৬৩৬ মূলে ঘোষিত সময়সূচি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) অনুসারে নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করিয়াছেন:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (ক) | রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ | : | ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫<br>২৮ নভেম্বর ২০১৮ | বুধবার |
| (খ) | রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ | : | ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫<br>০২ ডিসেম্বর ২০১৮ | রবিবার |
| (গ) | প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ | : | ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫<br>০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ | রবিবার |
| **(ঘ)** | **ভোটগ্রহণের তারিখ** | : | ১৬ পৌষ ১৪২৫<br>৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ | **রবিবার** |

২। পূর্বোল্লিখিত আদেশের অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (৩) অনুসারে .....
(নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম)
নির্বাচনি এলাকার সকল বাসিন্দাদের জ্ঞাতার্থে আমি আরও জানাচ্ছি যে, আগামি ২৮ নভেম্বর ২০১৮/ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ তারিখ অথবা উক্ত দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে সকাল ০৯টা হতে বিকাল ০৫টা পর্যন্ত উল্লিখিত নির্বাচনি এলাকা হতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হতে আমার কার্যালয়ে..... এবং
(কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা)
আমার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে ..... মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে।
(কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা)

উল্লেখ্য যে, সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের পাশিপাশি অনলাইনে মনোনয়নপত্র দেয়ারও সুযোগ রয়েছে।

তারিখ: ১ ২ দিন ১ ১ মাস ২ ০ ১ ৮ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর
নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম

সংলগ্নী-৩

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১১, ২০১৮

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৬৫৫।—গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৭ এর দফা (১) ও (২) অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ সম্বলিত ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৬৩৭, তারিখ : ০৮ নভেম্বর ২০১৮ এর সহিত সংযোজিত তফসিল এ নিম্নোক্ত সংশোধনী আনয়ন করা হইল :

(১) গেজেটের ১৪৫২২ পৃষ্ঠায় কলাম-১ এ ১৮৮ ঢাকা-১৫ এর বিপরীতে ৩ নং কলামের ১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত "অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল এ), ঢাকা" শব্দ, চিহ্নসমূহের পরিবর্তে "আইন কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা" শব্দ, চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(২) গেজেটের ১৪৫২২ পৃষ্ঠায় কলাম-১ এ ১৯০ ঢাকা-১৭ এর বিপরীতে ৩ নং কলামের ২ নং ক্রমিকের পর ৩ নং ক্রমিকে "সহকারী কমিশনার (ভূমি), ক্যান্টনমেন্ট সার্কেল, ঢাকা" শব্দ, চিহ্নসমূহ সংযোজিত হইবে ; এবং

(৩) গেজেটের ১৪৫৩১ পৃষ্ঠায় কলাম-১ এ ২৮৬ চট্টগ্রাম-৯ এর বিপরীতে ৩ নং কলামের ১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত "অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ), চট্টগ্রাম" শব্দ, চিহ্ন-সমূহের পরিবর্তে "উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম" শব্দ, চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং ২ নং ক্রমিকে উল্লিখিত "অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), চট্টগ্রাম" শব্দ, চিহ্নসমূহের পরিবর্তে "থানা নির্বাচন অফিসার, বন্দর, চট্টগ্রাম" শব্দ, চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে
হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
( ১৪৫৪৫ )
মূল্য : টাকা ৪.০০

সংলগ্নী-৪



**পরিশিষ্ট-গ**

## নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন তারিখ, ৩ আশ্বিন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮।–Representation of the People Order, ১৯৭২ (P.O. No. ১৫৫ of ১৯৭২) এর Article ৯১B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ–

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।–(১) এই বিধিমালা **সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। [১][সংজ্ঞা।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,–

(১) ''কমিশন'' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(২) ''দেওয়াল'' অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হোক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ,সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৩) ''নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল'' অর্থ Representation of the People Order, ১৯৭২ (P.O. No.১৫৫ of১৯৭২) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;

(৪) ''নির্বাচন'' অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;

(৫) ''নির্বাচনী এলাকা'' অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;

---

[১] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪/১১/২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

(৬) ''নির্বাচন-পূর্ব সময়'' অর্থজাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রেকমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(৭) ''পোস্টার'' অর্থ কাগজ, [১][***], রেক্সিন ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৮) ''প্রার্থী'' অর্থ কোন নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;

(৯) ''যথাযথ কর্তৃপক্ষ'' অর্থ সংশিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমর্কর্তা;

(১০) ''যানবাহন'' অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;

(১১) ''সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি'' অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।

[২][৩। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি, প্রদান নিষিদ্ধ।- কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।]

---

[১] এস আর ও নং-৩২০-আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত

[২] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

[১][৩ক। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।- (১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভূক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না;

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।]

৪। সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার।—(১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না;

(২) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warrant of Precedenceও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।

৫। নির্বাচনী প্রচারণা।—নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—(১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান [১][বা ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু] করিতে পারিবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;

(গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;

(ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ—

(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুত ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনেঃ তবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

[১][(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার x ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩(তিন) মিটারx ১(এক) মিটার হইতে হইবে এবং পোস্টার বা ব্যানারে প্রার্থী পোস্টারে তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।]

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থণারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

(৬) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন[২]["৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার x৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার"] এর অধিক হইতে পারিবেন না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

[৩][(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পারিবেন না।]

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত
[২] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত
[৩]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত

৮। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবহান চালাইতে পারিবে না।

[১][৮ক। কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান নিষেধ।- কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।]

৯। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

[১][৯ক। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।— নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।]

১০। গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১১। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা [২][উস্কানীমূলক বা মানহানীকর] কিংবা লিঙ্গ,

---

[১]এস আর ও নং-৩২০-আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১-১০-২০১৮ দ্বারা সন্নিবেশিত
[২]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং [১][Arms Act,১৯৭৮ (Act No. XI of ১৮৭৮)] এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না।

(ঙ) [২][কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।]

১২। প্রচারণার সময়।—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষধ।—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

[৩][১৪। সরকারি সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।— (১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনী কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না।

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত
[২]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত
[3]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত

(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মকর্তাকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদসংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদকর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনে এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরিকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্টব্যক্তি উক্ত নির্বাচনী এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]

১৫। নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৬। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।—(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কমর্কর্তা কমর্চারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম। –(১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন–

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উলিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order,১৯৭২ (P.O. No.১৫৫of ১৯৭২) এর Article ৯১A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

১৮। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।–(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক পঁঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঁঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

১৯। রহিতকরণ।–নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬০-আইন/৯৬, তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৪০৩ মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ দ্বারা জারীকৃত

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা